মেহেরপুরে পঞ্চম শ্রেনীর ছাত্রী ধর্ষণ চেষ্টায় থানায় মামলা

পেঁপে আর মালটা খাওয়ানোর লোভ দেখিয়ে ১১ বছর বয়সী পঞ্চম শ্রেনীর এক ছাত্রীকে ধর্ষণ অপচেষ্টার অভিযোগে মাইনুল ইসলাম (৫৬) নামের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩) এর ৯ এর (৪) (খ) ধারায় মামলাটি দায়ের করেন ওই শিশুর পিতা। মামলা নং ৩২, তারিখ ২০/০৯/২০২২ ইং।
ধষর্ণে অভিযুক্ত মাইনুল ইসলাম মেহেরপুর সদর উপজেলার টেঙারমাঠ শিশিরপাড়া গ্রামের ইছাহাক আলীর ছেলে।

পুলিশ ওই ভিকটিমকে উদ্ধার করে আজ সকালে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ডাক্তারি পরীক্ষা সম্পন্ন করেন। এছাড়া বিকালের দিকে তাকে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট এর কাছে নিলে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী রেকর্ড করা হয়েছে।

মামলার তদন্তকারি অফিসার বৈকন্ঠপুর ক্যাম্পের ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুল মতিন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
বাদির লিখিত অভিযোগের কথা উল্লেখ করে এসআই আব্দুল মতিন জানান, গতকাল সোমবার বিকালের দিকে অভিযুক্ত মাইনুল ইসাম মেয়েটিকে পাকা পেঁপে ও মালটা খেতে দেওয়ার নাম করে মাঠে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা চালায়।

এসময় মেয়েটি চিৎকার দিলে সে পলিয়ে যায়। পরে পরিবারের লোকজন ভিতটিমকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। এঘটনায় ভিকটিমের পিতা বাদী হয়ে মাইনুলকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করেন।

স্থানীয়রা জানান, তিন সন্তানের জনক মাইনুল ইসলাম পেশায় একজন দিন মজুর। এর আগেও তার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ রয়েছে।

সদর থানার ওসি রফিকুল ইসলাম বলেন, মাইনুল ইসলামকে গ্রেফতারের জন্য পুলিশ চেষ্টা চালাচ্ছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

হালদার (২৫) ও চা বিক্রেতা নজরুল ইসলামের ছেলে সুমন আলী (২৪) কে গ্রেফতার করেছে। তাদের কাছে থেকে দুটি সিম ও নগদ দুই লাখ এক হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ওসি সাইফুল আলম ও সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেলের কর্মকর্তা এসআই মনিরুজ্জামানের নেতৃত্বে একটি বিরাট ইউনিট সোমবার দিনব্যাপী কোমরপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে এই দুই অনলাইন জুয়াড়িকে গ্রেফতার করে।

ডিবি পুলিশের ওসি সাইফুল আলম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, অনলাইন জুয়ার মাষ্টার মাইন্ড প্রসেনজিৎ হালদারের দুটি সাইট সাইট আছে। এই সাইট চালান সুমন আলী। দুজনকে ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছেন, দুটি সাইটের একটিতে প্রতিদিন ১০ থেকে ১২ লক্ষ টাকা এবং অপরটি থেকে ৫ থেকে ৬ লাখ টাকার জুয়া খেলা হয়ে থাকে। সাইট দুটির মালিক এলাকার অনলাইন জুয়ার মষ্টিার মাইন্ড প্রসেনজিৎ হালদার। এছাড়া তাদের সাথে আরো কয়েকজন জুয়াড়ি যুক্ত আছেন বলে জানিয়েছেন এই দুই জুয়াড়ি।

গত ২৪ আগস্ট বদরুদ্দোজা ওরফে রয়েল আটকের পর জিজ্ঞাসাবাদে সাইবার ক্রাইমকে জানিয়েছে, মেহেরপুর জেলাসহ বাংলাদেশে অনলাইন জুয়ার (ওয়ানএক্সবেট) এর মাষ্টার এজেন্ট কোমরপুর গ্রামের কোমরপুর গ্রামের সোনা গাইনের ছেলে মাহফুজুর রহমান ওরফে নবাব। এছাড়া এই সাইটের নবাবের নেতৃত্বে রয়েছে অনলাইন জুয়ার সাথে রয়েছে আরো ১৫ জন সাব এজেন্ট।

যাদের নামে মামলাও হয়েছে। তারা হলেন, গোপালপুর গ্রামের আমিরুল ইসলামের ছেলে শিশির বিশ্বাস, বিল্লাল গড়াইয়ের ছেলে দিপু, কোমরপুর গ্রামের বিলু সর্দারের ছেলে শামীম, একই গ্রামের আনারুল মিয়ার ছেলে রুবেল, টঙ্গীর শরিফের ছেলে পলাশ, মুজিবনগরের শিবপুরের মৃত শাহাজুলের ছেলে বিজয়, একই গ্রামের জিনারুলের ছেলে লিপু গাজী, মোনাখালী গ্রামের আজহারুলের ছেলে মিলন, সাইদুর রহমান খোকনের ছেলে সাগর, কোমরপুর গ্রামের বাশার বিশ্বাসের ছেলে সজীব, ভাটপাড়া গ্রামের মৃত সিরাজ মণ্ডলের ছেলে বাবু, মেহেরপুর শহরের স্টেডিয়াম পাড়ার বখতিয়ার মাস্টারের ছেলে রুবেল, গাংনীর গাড়াডোব গ্রামের মৃত কিয়াম উদ্দিনের ছেলে আনোয়ার। এসকল অনলাইন এজেন্টরা এখন এলাকাছাড়া হয়ে পড়েছেন। কোনভাবেই তাদের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।

পড়ুন মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা

গত ১৩ সেপ্টেম্বর মেহেরপুর প্রতিদিনে প্রকাশিত ‘অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা’ শিরোনামে সংবাদে উঠে এসেছিলো মেহেরপুর জেলা থেকে দুই শতাধিক এজেন্ট অনলাইন জুয়া সাইটের মাধ্যমে প্রতি মাসে রাশিয়াসহ বিভিন্ন দেশে পাচার করছেন প্রায় ৪০০ কোটি টাকা। তবে বিস্তারিত অনুসন্ধানে এ চিত্র আরো ভয়াবহ বলে প্রতিয়মান হচ্ছে। গতকাল আটক দুজনের কাছে থেকে দুটি সিম (চ্যানেল) থেকে প্রতিদিন ১৭ থেকে ১৮ লাখ টাকার লেনদেন হয় বলে জানা গেছে। তাদেরকে কারা পৃষ্ঠপোষকতা করে এসকল তথ্যও উঠে এসেছে। এদিকে অনলাইন জুয়ার সংবাদ প্রকাশের পর থেকে পৃষ্ঠপোষকরা যাতে জড়িয়ে না পড়েন তারা বিভিন্ন মাধ্যমে সমঝোতা করার প্রক্রিয়ায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

পড়ুন অনলাইন জুয়ার খপ্পরে মেহেরপুরের অর্ধশত তরুণ

জানা গেছে, গত ২৪ আগস্ট অনলাইন জুয়ার এজেন্ট বদরুদ্দোজা রয়েলকে তার নিজ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে ডিবি পুলিশ। তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী পুলিশ আরো ১৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে যারা অনলাইন জুয়ার এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে। এর কিছুদিন পর ১১ সেপ্টেম্বর পুলিশ ওই ১৬ জনের মধ্যে শামিম নামের এক এজেন্টের পরিচালনাকারী নিমাই হালদার নামের একজনকে আটক করে। তবে রয়েলকে আটকের প্রায় এক মাস হতে চললেই বাকি ১৬ এজেন্টের কেউ গ্রেফতার হয়নি। ফলে অনলাইন জুয়ার রমরমা ব্যবসা এখনো তারা দেশের বিভিন্ন স্থানে থেকে চালিয়ে যাচ্ছে।

জেলা পুলিশের এক কর্মকর্তা জানান, রয়েল নামের ওই অনলাইন জুয়াড়িকে গ্রেফতারের পর দায়ের করা হয় মামলা। মামলাটি তদন্তের একপর্যায়ে এই চক্রের সদস্যদের অবস্থান সম্পর্কে জানা যায়। জিজ্ঞাসাবাদে বেরিয়ে আসে গুরুত্বপূর্ণ নানা তথ্য, তাদের ২৩০টি জুয়ার সাইটের মালিক ও তাদের এজেন্ট সম্পর্কে নানা তথ্য পাওয়া গেছে।

মেহেরপুর ডিবি পুলিশের অভিযানের পাশাপাশি মেহেরপুর প্রতিদিনের একটি টিম অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে। আগামি পর্বে এমন কিছু অনলাইন জুয়ার এজেন্টদের সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ হবে যারা ধরাছোয়ার বাইরে রয়েছেন।

এ সংক্রান্ত আরো মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত তিন যুবক আটক

দামুড়হুদায় বাল্যবিবাহ দেওয়ায় মেয়ের বাবার ১০ হাজার টাকা জরিমানা

দামুড়হুদা উপজেলার মোক্তারপুর গ্রামে বাল্য বিবাহ দিতে গিয়ে গ্যাড়াকলে পড়েছে মেয়ের বাবা মন্টু। বাল্য বিবাহ পন্ড করে মেয়ের বাবাকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

ভ্র্যাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিট্টেট সানজিদা বেগম।এ সময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হযরত আলি। গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ৮ টার দিকে মোক্তারপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

জানাগেছে,দামুড়হুদা উপজেলার মোক্তারপুর গ্রামের মন্টুর ৮ ম শ্রেণীর মেয়েকে হাতিভাঙ্গা গ্রামের মহিশের ছেলে সিহাবের সাথে বাল্য বিবাহর প্রস্তুতি চলছিল।এমন খবর পেয়ে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার সানজিদা বেগম ঘটনাস্থলে যান।

নির্বাহী অফিসারের আসার খবর পেয়ে ছেলে পক্ষর লোকজন পালিয়ে যায়।পরে বাল্যবিবাহর ঘটনা সত্যতা মিললে মোক্তারপুর গ্রামের মেয়ের বাবা মন্টুকে দোষী সাব্যস্ত করে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ এর ৮ ধারায় ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন ভ্রাম্যমান আদালত।

সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার কারনে অনেক মা-বাবা তাদের অল্প বয়সী মেয়েদের বিয়ে দেন তারাতারি। কারন এসব অভিভাবকদের চোখে ভাঁসে তাদের মেয়ে শিশুরা নিজের পরিবারে, স্কুলে, চলার পথে, বাজারে সর্বত্রই শারীরিক ও যৌন হয়রানীর শিকার হতে পারে হরহামেশাই। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো যখন এসব শিশু কন্যাদের বিয়ে দেওয়া হয় তখন শিশু মেয়েটির নির্যাতন না কমে বরং অনেক ক্ষেত্রেই বাড়ে। এসব শিশু কন্যাদের বিয়ের পরে প্রজনন শিক্ষার অভাব, সিন্ধান্ত গ্রহনের অক্ষমতা, অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব তাকে আরও ভয়ংকর পরিণতির দিকে ঠেলে দেয়। ফলে পারিবারিক নির্যাতন, যৌন নির্যাতন, প্রতিনিয়ত ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি, যৌতুক দাবি, স্বামীর

নিখোঁজ হয়ে যাওয়া, এমন কি তালাকের মত ঘটনা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কারনে গ্রামাঞ্চলে ও শহরের বস্তিগুলোতে স্বামী পরিত্যাক্ত মায়ের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে একই হারে।

অথচ বয়ঃসন্ধিক্ষনের সময় পার হতেই প্রতিবেশী ও গ্রামের দেওয়ানী মাতব্বর ঐ শিশুকন্যাকে বিয়ের দেওয়ার জন্য বিভিন্ন কৌশলে চাপ দিতে থাকেন অভিভাবকদের। অনেক সময় তাদের কথা মত বিয়ে না দিলে তারা শিশুকন্যার বাবা-মাকে এক ঘরে করে রাখার ভয়ভীতিও প্রদর্শন করেন। কোন উপয়ন্তর খুজে না পেয়ে অভিভাবকেরা শিশুকন্যার বিয়ে দিয়ে দেয় এসব চাপ থেকে নিজেদের বাঁচাতে। শিশুবিয়ে কৈশোরের সমাপ্তি ঘটায়, জোরপূর্বক যৌন সম্পর্কে বাধ্য করে, ব্যক্তি স্বাধিনতা খর্ব করে ও ব্যক্তি সত্তার বিকশিত হতে ব্যহত করে, যা কিশোরীদের আবেগের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। একটি মেয়ের পরিপূর্ন্য মানবিক সত্তা বিকশিত হতে পারে না। পাশাপাশি তারা সামাজিক ও আবেগিক সুস্থতা প্রজনন স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হয়।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য হাসান আলি।
ভ্রাম্যমান আদালতে সহযোগিতা করেন, দামুড়হুদা মডেল থানার এ এস আই মামুন ও দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী সার্টিফিকেট অফিসার জিহন আলি।

গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে ৪ আসামি গ্রেফতার

আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৪ আসামিকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশে। রবিবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে আজ সোমবার (১৯ সেপ্টেম্বর) ভোররাত পর্যন্ত গাংনী উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামিদের গ্রেফতার করে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এতথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে দায়ের হওয়া জিআর ৩১/২২ নং মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত আসামি গাংনী উপজেলার আকুবপুর গ্রামের জামাত আলী ওরফে কালু পাঙ্গিলের ছেলে নান্নু মিয়া। জিআর ১৭১/২০ নং মামলার আসামি সহড়াবাড়িয়া গ্রামের ছের আলীর ছেলে হুমায়ন আলী, জিআর ১৬৪/২২ নং মামলায়

আদালতের পরোয়ানাভূক্ত আসামি ছাতিয়ান গ্রামের মুক্তার আলীর ছেলে রুবেল হোসেন (২২), জিআর ৪৪/২১ নং মামলার আসামি কামারখালি গ্রামের হামিজ উদ্দীনের ছেলে মজনু মিয়া।

গ্রেফতারকৃতদের সোমবার (১৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে বলে জানান ওসি আব্দুর রাজ্জাক।

মেহেরপুরে ৫৮ শতক সরকারি খাস জমি প্রভাবশালীর দখলে

মেহেরপুর সদর উপজেলার মদনাডাঙ্গা গ্রামে ১ নং খাস খতিয়ানের ৫৮ শতক সরকারি খাস জমি অবৈধভাবে দখল করেছেন প্রভাশালী গোলাম আলী।

মেহেরপুর জজকোর্টের (এপিপি) ও মেহেরপুর পৌর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট খ ম ইমতিয়াজ বিন হারুন জেলা প্রশাসক বরাবর এক আবেদনের মাধ্যমে এ তথ্য জানা গেছে।

মেহেরপুর সদর উপজেলার রামনগর মৌজার আরএস ৬০৮/৬০৯ দাগের ৫৮ শতক জমি দখলে নিয়েছেন এলাকার মৃতু আফসার আলীর ছেলে প্রভাবশালী গোলাম আলী।

স্থানীয়রা নাম না প্রকাশ শর্তে জানান গোলাম আলী এলাকার একজন বিত্তবান মানুষ। তার বাবার ও নিজের নামে মাঠে অনেক জমি জমা রয়েছে। তারপরেও গোলাম আলী সরকারি খাস জমি অবৈধভাবে দখল নিয়ে বাড়ি ও গোডাউন নির্মাণসহ করেছেন। তারা বলেন, তাদের বিরুদ্ধে কেউ মুখ খুলতে পারেনা।

গোলাম আলী জানান, এটি আমার বাপ দাদার জমি। এটা খাস হয়ে গেছে।

আমি সরকারের নামে মামলা করেছি। আমি আদালতের সাথে বুঝবো। সাংবাদিক ফোন দেওয়ার কে। আপনারা ফোন দিয়ে বিরক্ত করছেন কেনো ? আপনি আর আমাকে ফোন দেবেননা।

মেহেরপুর সদর ইউএনও মো: ওবায়দুল্লাহ বলেন, এটা ইউনিয়ন ভূমি অফিসের তহশীলদারের সাথে কথা বলবো। সরকারি খাস জমি হলে ওই জমি উদ্ধারের ব্যবস্থা করা হবে।

গাংনীতে ১ বছরের সাজাপ্রাপ্ত শরিফা গ্রেফতার

এক বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামি শরিফা খাতুন (৩০) কে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ। শরিফা খাতুন গাংনী পৌর শহরের চৌগাছা গ্রামের ডিগ্রী কলেজপাড়া এলাকার সামসুজ্জামান দুদুর মেয়ে।

গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম রবিবার দিবাগত রাতে তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে শরিফা খাতুনকে গ্রেফতার করে। গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

শরিফা খাতুনকে সিআর ৩৮০/১৮ সেসন নং ১১২/১৯ মামলায় আদালত ১ বছর সাজা প্রদান করেন। এরপর থেকে সে পলাতক ছিল। আদালতের পরোয়ানা পেয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

শরিফা খাতুনকে আজ সোমবার (১৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

[redacted]

[redacted]